ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(1): 258-261
www.allresearchjournal.com
Received: 19-10-2020
Accepted: 15-12-2020

Rohit Rajak
Student, Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia, West Bengal, India

Corresponding Author:
Rohit Rajak
Student, Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia, West Bengal, India

জৈন নীতিবিদ্যার প্রেক্ষিতে করোনাভাইরাস মোকাবেলা

Rohit Rajak

সংক্ষিপ্তসার :-
ভারত তথা সারাবিশ্বে যে বর্তমান ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে অর্থাৎ করোনা ভাইরাস থেকে কিভাবে নিস্তার পাওয়া যায় তার জন্য আমার মনে হয় জৈন নৈতিক নীতি অনুসরণ করে আমরা এই ভাইরাস থেকে রেহাই পেতে পারি। তার কারণ হলো জৈন নীতিবিদ্যাতে পরিবেশের প্রতি, জীবের প্রতি, এমনকি সূক্ষ্ম জীবের প্রতিও জৈন নীতিশাস্ত্রে প্রেম ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। জৈনগণ মনে করেন জীবাণুর মধ্যেও জীবন আছে এবং সেই জীবন হত্যা করার কোন অধিকার আমাদের নেই। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করার সময় কোন সূক্ষ্ম জীবও যেন মারা না যায় তার জন্য জৈন শ্রমনগণ মুখের উপর একটি সাদা কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করেন। যেটাকে জৈনগণ মুহাপট্টি বলেন। যেটাকে আমরা বর্তমান সময়ের মাস্ক বলতে পারি। তাই আমি এই পত্রিকায় এটাই দেখানোর চেষ্টা করেছি যে আমরা যদি জৈন নীতিবিদ্যার নির্দেশগুলি অর্থাৎ ব্রত গুলি মেনে চলতে পারি তাহলে আমরা শুধুমাত্র করোনাভাইরাস থেকে নয় বরং ভবিষ্যতে যেকোনো পরিস্থিতি থেকে মোকাবেলা করতে পারবো।১

বিষয়সূচক শব্দাবলী: ত্রিরত্ন, পঞ্চ মহাব্রত, জৈন অহিংসা, পরিবেশ, করোনাভাইরাস

১. ভূমিকা-
ভারতীয় দর্শনে যে তিনটি নাস্তিক দর্শন এর পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে জৈন দর্শন হলো অন্যতম। কারণ জৈন দর্শনে যে নীতির তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে তা অতুলনীয়।২
আমরা জানি ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো মোক্ষ বা মুক্তি। জৈন দর্শনের মোক্ষলাভের যে পন্থার কথা বলা হয়েছে সেটি নৈতিক । বিভিন্ন ব্রত বা অনুশাসন পালনের মধ্য দিয়ে জীব তার মুক্তির পথ রচনা করে। মোক্ষ লাভের জন্য চিত্তশুদ্ধির নানাপ্রকার পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে ত্রিরত্ন বা রত্নত্রয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

২. সম্যকদর্শন, সম্যকজ্ঞান ও সম্যক চরিত্র :
সম্যক দর্শন- জৈন দর্শন এবং তার ভিত্তি স্বরূপ তীর্থঙ্করদের উপদেশে শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাসেই সম্যক দর্শন।
সম্যক জ্ঞান- আত্মজ্ঞান কে সম্যক জ্ঞান বলা হয়েছে। জীব ও অজিব এর স্বরূপ সম্পর্কে নিশ্চিত ও বিশদ জ্ঞান ই সম্যক জ্ঞান বলে।
সম্যক চরিত্র- সম্যক চরিত্র হল, সদাচার। সম্যক চরিত্র লাভের জন্য সন্নাসীদের অর্থাৎ শ্রমনদের পঞ্চ মহাব্রত পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।৩
এই পঞ্চমহাব্রত গুলি হল- অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এই পঞ্চমহাব্রত কে নিম্নে আলোচনা করা হল
অহিংসা- পঞ্চমহাব্রত এর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হল অহিংসা-অন্য চারটি ব্রত অহিংসা ব্রতএর অঙ্গস্বরূপ। কাই, মন ও বাক্যে কোন জীবের ক্ষতি চিন্তা না করায় অহিংসা।
সত্য- জৈন মতে সত্য হচ্ছে সুনিত । সুনিত বলতে বোঝায় উপাদেয় ও উপকারী। যা উপাদেয় ও উপকারী তাই সত্য। মিথ্যাকে পরিহার করে সত্যকথন, হিতকথন প্রিয়কথন হচ্ছে সত্যব্রত। আবার শুধু বাক্যে নয়, চিন্তা ও কর্মেও সত্যব্রত গ্রহণ করতে হয়।

অস্তেয়- ছলে, বলে বা কৌশলে অপরের সম্পদ গ্রহণ করা হচ্ছে স্তেয়। বলপূর্বক অপরের সম্পদ গ্রহণ না করা হচ্ছে অস্তেয়।

ব্রহ্মচর্য- কাম - দমন ব্রতেই ব্রহ্মচর্য। কাইক, বাচিক ও মানসিক সর্ববিধ যৌন ব্যাপারে কঠোর সংযমেই ব্রহ্মচর্য।

অপরিগ্রহ- বিষয়- আসক্তি থেকে সর্বতোভাবে মুক্তিলাভেই অপরিগ্রহ। অপরিগ্রহ ব্রত পালন করলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স স বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং মুক্তিকামীর বিষয় আসক্তি ও দূরীভূত হয়।৪

৩. বর্তমান সমাজের প্রেক্ষিতে পঞ্চ মহাব্রত-

জৈন দর্শন এর নৈতিকতার বিষয়েই আমরা আলোচনা করছি কেন তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে যেমন- মানবপ্রেম তথা বিশ্বপ্রেম, ব্যক্তিগত, সামাজিক তথা সর্বক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ, পরমতসহিষ্ণুতা, সততা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি এগুলি জৈন নৈতিকতার এক একটি স্তম্ভস্বরূপ যার উপর ভিত্তি করে নীতি তত্ব আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক গ্রহণযোগ্য।

প্রথমত- জৈন নীতিতত্বে এমন কিছু নৈতিক ভাবনা স্থান পেয়েছে যা এক কথায় অনন্য ও অত্যন্ত সময়োগযোগী। এ প্রসঙ্গে প্রথমে অহিংসার উল্লেখ করা হয়। এমন নয় যে, জৈনরা ছাড়া অহিংসার কথা কেউ বলেননি, তথাপি অহিংসা সম্পর্কে জৈন মতবাদ এর স্বাতন্ত্র এই যে, যে উচ্চতায় এবং মাত্রায় জৈনরা এই নীতিটিকে স্থাপন করেছেন তা কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। ব্যক্তির নৈতিক, আধ্যাত্বিক তথা সামাজিক জীবনে এবং আদর্শে- সর্বত্র অহিংসার প্রতিফলন বাস্তবে অতি বিরত নিদর্শন।

দ্বিতীয়তঃ-অহিংসাকে কেন্দ্র করে যে পঞ্চব্রত এর কথা জৈন নীতিতত্বে উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতিটির গুরুত্ব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অপরিসীম। উদাহরণস্বরূপ, সত্যব্রত এর অতিচারগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই বোঝা যায় যে, বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা কতখানি প্রাসঙ্গিক। ইদানিং লক্ষ্য করা যায় যে, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবার ঘটনা, অপরের গোপন তথ্য প্রকাশের ঘটনা প্রভৃতি প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে। মানুষের এই অবক্ষয় রোধ করার ক্ষেত্রে সত্যব্রত যথার্থ নিদান।

তৃতীয়ত- অস্তেয় ব্রতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সর্বপ্রকার চোর্যকে নিষিদ্ধ করে, যা বর্তমান যুগেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়।

চতুর্থত- ব্রহ্মচর্য ব্রতটির গুরুত্ব ও বর্তমান সামাজিক পেক্ষাপটে অপরিসীম। বর্তমানে আধুনিকতার নামে যে উৎশৃংখল জীবনযাপন মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনকে সমস্যাসঙ্কুল করে তুলেছে তার যথার্থ নিদান হতে পারে ব্রহ্মচর্য ব্রত এর বাস্তব সম্পাদন।

পঞ্চমত- অপরিগ্রহ ব্রতর ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্রতটিও অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক। অপরিগ্রহ অন্তর্নিহিত নির্যাসটি এই যে, মানুষের তার প্রয়োজনীয় বস্তুর ভোগের মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। অথচ বর্তমানে আমরা এমনই লোভের শিকার যে, আমরা আমাদের প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজন এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারিনা। এই অনিয়ন্ত্রিত লোভ মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক তথা সর্বক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

উপরিউক্ত পঞ্চ মহাব্রতের প্রাসঙ্গিকতার আলোচনা থেকে এই বক্তব্য পরিস্ফুট যে, বর্তমান সামাজিক পেক্ষাপটে এই নীতিগুলি একইসঙ্গে ব্যক্তিগত, সামাজিক তথা নৈতিক প্রয়োজন তথা উন্নয়ন সাধন করে।৫

৪. পরিবেশ ও জৈনধর্ম :-

জৈনগণ প্রকৃতিকে খুব অনন্য উপায়ে চিত্রিত করেছেন কারণ বলেছেন যে প্রকৃতির পাঁচটি প্রধান উপাদান; পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ । জীবন্ত প্রাণী এবং এগুলি অবশ্যই জীব হিসাবে বিবেচিত হবে। এই পাঁচ ধরণের উপাদান পাঁচটি শ্রেণির প্রাণীর গঠন করে। জৈন ধর্মের এই অনন্য ধারণাটি তার অনুসারীদের যে কোনও প্রাণীর ক্ষতি করতে সীমাবদ্ধ করে এবং অবশেষে সীমিত ব্যবহারের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা করে ।

ভগবান মহাবীর, যিনি তাঁর তপস্যা সময়ে বেশিরভাগ সময় বনে এবং জঙ্গলে বাস করতেন, শাল গাছের নীচে রিজুভালিকা নদীর তীরে কেবল জ্ঞান লাভ করেছিলেন । লক্ষণীয় যে, মহাবীর হলেন জৈনের চব্বিশতম ও শেষ তীর্থঙ্কর এবং অন্যরাও তাঁদের তপস্যা জীবন একইভাবে কাটিয়েছিলেন। জৈন সন্ন্যাসীরা বা জৈন ধর্মের অনুসারীরা যেভাবে অহিংসা পালন করেন তার মধ্যে একটি হল আলু, মূলা, গাজর, আদা ইত্যাদি শিকড় জাতীয় উদ্ভিদ খাওয়া থেকে বিরত থাকা, বিশেষত চার মাস বর্ষার সময়কালে । এর কারণ হিসাবে তারা মনে করে যে কোন গাছকে উপড়ে আনতে গেলে গাছের ছোট ছোট অঙ্গগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সবজি সংগ্রহের সময়, পৃথিবী খনন করা হয় এবং বর্ষাকালে মাটির জীবগুলি আরও বেশি মারা যায়। জৈনরা এই কালকে "চৌমাসু" বা "চতুরমাস" নামে অভিহিত করেছিলেন। এই সময়কালে, সন্ন্যাসীরা এমনকি কোনও ধরণের জীবনের কোনও অনিচ্ছাকৃত হত্যা এড়াতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ান না।৬

৫. জৈনঅহিংসা :-

অহিংসা মানে হিংসার পরিত্যাগ। জৈনমত অনুসারে প্রত্যেক দ্রব্যে জীবের নিবাস। তার নিবাস গতিশীলের অতিরিক্ত পৃথিবী, বায়ু, জল ইত্যাদি স্থাবর দ্রব্যেও স্বীকার করা হয়। তাই অহিংসা বলতে বুঝায় সকল প্রকার জীবের প্রতি হিংসা পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ যেরূপ কর্মের দ্বারা চর ও অচর জীবিত পদার্থের অনিষ্ট বা জীবনহানি ঘটে তা হতে বিরত থাকা হচ্ছে অহিংসাব্রত। জৈনশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

চরাণাম্ স্থাবরাণাম্ চ তদহিংসাব্রতম্ মতম্

অর্থাৎ : গতিমান ও গতিহীন সকলপ্রকার জীবের প্রতি হিংসা বা অনিষ্ট থেকে বিরত থাকাই হলো অহিংস।৭

শুধু কাজেই নয়, চিন্তা বা বাক্যেও কোন জীবের প্রতি হিংসা করা বা হিংসা-কর্ম সমর্থন করা উচিত নয়। জৈন সন্ন্যাসীরা এই ব্রতের পালন অধিক নিষ্ঠা ও তৎপরতার সাথে করে থাকেন। যাতে নিজের অজান্তে কোন হিংসা না ঘটে যায় সেজন্য জৈন সাধুরা বর্ষাকালে তিনমাস ঘর থেকে বের হন না এবং নাকের উপর একখণ্ড কাপড় দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করেন যাতে শ্বাসপ্রশ্বাসে অনেক ছোট ছোট প্রাণী নাকের ভিতর চলে না যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য জৈনগণ দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবপর্যন্ত হত্যা না করার নির্দেশ করেছেন।৮

তবে এখানে অহিংসা নিষেধাত্মক আচরণ নয়। বরং একে ভাবাত্মক আচরণ বলা যায়। কেননা অহিংসা বলতে জীবের প্রতি কেবল হিংসা ত্যাগ করাকে বুঝায় না, পাশাপাশি জীবের প্রতি প্রেম করাকেও বুঝায়। অহিংসার পালন মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা করতে হয়। হিংসাত্মক কর্মের সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং অন্যকে হিংসামূলক কার্যে প্রোৎসাহিত করা হচ্ছে অহিংসাব্রতকে উল্লঙ্ঘন করা। এ সিদ্ধান্তের দ্বারা মূলত জৈনগণ বুঝাতে চেয়েছেন, সকল জীবই সমান, তাই কোন জীবকে হিংসা করা অধর্ম।৯

৬. করোনাভাইরাস:-

কোভিড১৯ হল অতি সাম্প্রতিক সন্ধান পাওয়া নতুন করোনাভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট সংক্রামক রোগ। কোভিড১৯ এ সংক্রমিত হলে শ্বাসকষ্টসহ শ্বসনতন্ত্রের গুরুতর ও তীব্র রোগের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। এই নতুন ভাইরাস এবং রোগটি ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে প্রাদুর্ভাব শুরুর পূর্বে অজানা ছিল।১০

৭. করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব(২০১৯-২০২০):-

২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে করোনাভাইরাসের একটি প্রজাতির সংক্রামণ দেখা দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভাইরাসটিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ২০১৯-এনসিওভি নামকরণ করে। ২০২০ সালের ১৪ই মে পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের ২১৩টিরও বেশি দেশ ও অধীনস্থ অঞ্চলে ৪৪ লাখ ৮০ হাজার-এরও বেশি ব্যক্তি করোনাভাইরাস রোগ ২০১৯-এ আক্রান্ত হয়েছেন বলে সংবাদ প্রতিবেদনে প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমানে ৩ লাখের বেশী ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে এবং ১৬ লাখ ৮৪ হাজারের বেশি রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছে।১২

৮. করোনাভাইরাসের প্রাকৃতিক উৎস:-

করোনাভাইরাস প্রকৃতিগতভাবে বাদুড়ের দেহে বাস করে এবং রোগ সৃষ্টি করে। তবে করোনাভাইরাস অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীর দেহেও রোগ সৃষ্টি করতে পারে। এমন বেশ কয়েকটি পরিচিতি করোনাভাইরাস আছে যারা শুধুমাত্র অন্য প্রাণীদের দেহে রোগ সৃষ্টি করে কিন্তু মানুষকে সংক্রামিত করে না। কোনও অজানা কারণে এইসব ভাইরাসে হয়তো হঠাৎ এমন কোন পরিবর্তন ঘটে যার ফলে তারা প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হবার সক্ষমতা অর্জন করে।১৩

৯. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাভাইরাসকে কেন বৈশ্বিক মহামারী বলে আখ্যায়িত করেছেন :-

বিশ্বজুড়ে প্রায় ১১৪টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে কভিড-১৯। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। কখন একটি রোগকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করা হয় আগে জানা প্রয়োজন।

মহামারী কী:- মহামারীর ইংরেজি শব্দ এপিডেমিক । তবে বিশেষজ্ঞরা যখন মহামারী বলতে প্যানডেমিক বলেন তখন বুঝতে হবে রোগটি ছড়িয়েছে বিশ্বজুড়ে এবং আরও প্রাদুর্ভাব ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে।১৪ গ্রিক শব্দ প্যান অর্থ সব এবং ডেমোস অর্থ মানুষ। প্যানডেমিক শব্দটি ব্যবহার করা হয় যখন বিশ্বজুড়ে রোগটির প্রাদুর্ভাবে অসংখ্য মানুষ মারা যায়। অর্থাৎ একই সময়ে যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কোনো সংক্রামক রোগে অনেক মানুষ আক্রান্ত হয় তখন একে বিশ্ব মহামারী বলা হয়। যখন নতুন কোনো ভাইরাসের সংক্রমণের শিকার হয় অসংখ্য মানুষ এবং একজন থেকে অনেকের মধ্যে ভাইরাসটি ছড়িয়ে যায় তখন সেটি বিশ্ব মহামারীতে রূপ নেয়। সাম্প্রতিক উদাহরণ করোনাভাইরাস। ১১ মার্চ এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাভাইরাসকে বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে ঘোষণা দেয়। কোনো ধরনের প্রতিষেধক টিকা বা চিকিৎসা আবিষ্কার না হওয়ায় এর বিস্তার পুরোপুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না। এর আগে ২০০৯ সালে সোয়াইন ফ্লুকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।১৫

১০. প্রাদুর্ভাব,মহামারী ও বৈশ্বিক মহামারী:-

করোনাভাইরাস থেকে সৃষ্ট রোগ কভিড-১৯-কে বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার আগেই বিশ্বের সব দেশে এ রোগটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে।১৬

এ রোগের মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রাদুর্ভাব মহামারী ও বৈশ্বিক মহামারী একত্রে আছে। তিনটি শব্দ আপাতদৃষ্টিতে একই রকম মনে হলেও আসলে তিনটি আলাদা।

প্রাদুর্ভাব : শব্দটি ছোট হলেও এর ব্যাপকতা অনেক বেশি। প্রাদুর্ভাব শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় যখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গা এবং জাতির মধ্যে কোনো রোগ বেশি মাত্রায় ছড়িয়ে গেলে প্রাদুর্ভাবের বিষয়টি সহজেই চোখে পড়ে। এক বা দুজন কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক, তবে যদি একত্রে অনেক মানুষ আক্রান্ত হলে সেটিকে প্রাদুর্ভাব বলা হয়। প্রাদুর্ভাব ঘটলে একটি নতুন রোগের সংক্রমণ এবং তাতে আক্রান্তের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে চোখে পড়ে। কোভিড-১৯ রোগটি প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়াকে প্রাদুর্ভাব বলা যায়। ঠিক কতজন মানুষ এ রোগে আক্রান্ত সে বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরগুলো অনুসন্ধান শুরু করেছে। এ বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়ার পর জানা যাবে রোগটির প্রাদুর্ভাব কতটুকু এবং কীভাবে একে প্রতিরোধ করা যায়।১৭

মহামারী : বিপুল ভৌগোলিক এলাকাজুড়ে মহামারী ছড়ায়। চীনের উহান শহরে বাইরের মানুষের মধ্যে যখন সার্স-কভ-২ (কভিড-১৯ রোগ হওয়ার কারণ এ সংক্রমণ) সংক্রমিত হয়েছিল তখনই মহামারী বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেছিলেন এটি মহামারীর রূপ নিতে পারে। এমন বিশ্বাসের আরেকটি কারণ হলো, এখন পর্যন্ত এ রোগের কোনো চিকিৎসা বা ভ্যাকসিন তৈরি করা সম্ভব হয়নি।১৮

বৈশ্বিক মহামারী : একটি দেশ ছাড়িয়ে যখন অন্য একটি দেশে রোগটি প্রাদুর্ভাব ছড়ায় এবং সেটি আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তখন সেটিকে বলা হয় বৈশ্বিক মহামারী। স্থানীয় কোনো একটি জায়গায় মহামারী ছড়ানোর পর নতুন নতুন এলাকা আক্রান্ত হতে পারে। কভিড-১৯-এ আক্রান্ত একজন ব্যক্তি যখন চীন থেকে আমেরিকায় ফিরে যায় তখন সেটি বৈশ্বিক মহামারী নয়। কিন্তু যদি তার মাধ্যমে তার পরিবার অথবা বন্ধুবান্ধব আক্রান্ত হতে শুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে যায় তখন সেটি বিশ্বব্যাপী মহামারীতে রূপ নেয়। মহামারী বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেন, যখন নতুন কোনো একটি এলাকায় রোগ ছড়ানো শুরু হয় তখন আসলেই সেটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এ মহামারী সবসময় হয় না। অনেক বছর পরপর মহামারীর কথা শোনা যায়। বিশ শতকের মধ্যে তিনবার বৈশ্বিক মহামারীর ঘটনা ঘটেছে। করণীয় সম্পর্কে জানা থাকে না বলে অধিকাংশ মানুষ মহামারীতে কীভাবে সুস্থ থাকবে সে বিষয়ে বুঝতে পারে না।১৯

১১. মহামারী করোনা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতামত :

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. টেড্রোস গেব্রেইয়েসুস ১১ মার্চ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বিশ্বব্যাপী মহামারীর রূপ নিয়েছে। ভাইরাসটির বিস্তার নিয়ে আমরা সবসময় নজর রাখছিলাম, তবে এর ভয়াবহ রকম সক্রিয়তা দেখে আমরা উদ্বিগ্ন। প্যানডেমিক শব্দটাকে হালকাভাবে নিলে হবে না। অপব্যবহার করা হলে, এ শব্দটি অপ্রয়োজনীয় আশঙ্কা সৃষ্টি করবে, অথবা লড়াই যে শেষ সে কথাকে স্বীকৃতি দিয়ে দেবে, যার জেরে দুর্ভোগ ও মৃত্যু বাড়বে। সংক্রমিত হয়েও রোগটির হাত থেকে বেঁচে ফিরেছেন বেশ কয়েকটি দেশের মানুষ। এটি নিয়েও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।২০

১২. কখন মহামারী ঘোষণা করা হয়:-

কোনো রোগ মহামারী কি না সেটি শেষ পর্যন্ত ঘোষণা দেয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় মৃত্যু অথবা সংক্রমণ পৌঁছলে তবেই ঘোষণা আসে এমন নয়। বিভিন্ন দেশে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অধিক

মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ঘটলে তবেই এমন ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০০৩ সালে সার্স করোনাভাইরাস বিশ্বের ২৬টি দেশে ছড়ালেও তখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সেটিকে মহামারী বলে ঘোষণা করেনি।২১

মহামারী ঘোষণার কারণে বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক সৃষ্টি হলে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা পরাস্ত হতে পারে। কেননা এর ভয়াবহতা জেনে মানুষ হাল ছেড়ে দিতে পারে। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি হচ্ছে। অনেকেই বলছেন, সোয়াইন ফ্লুকেও আসলে সে সময় মহামারী না বললেও চলত। এতে সচেতনতার চেয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে বেশি। জরুরি সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো রোগটির প্রাদুর্ভাব হওয়ার আগেই অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলেছিল। করোনাভাইরাসের বিষয়টিও তাই। যদিও ভ্যাকসিন উদ্ভাবিত হয়নি, তবু কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে সপ্তাহখানেকের ভেতরই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরা যায়।২২

১৩. উপসংহার:-

ভারতীয় দর্শনের মধ্যে জৈন দর্শন নাস্তিক দর্শন হলেও আমরা আগেই উল্লেখ করেছি জৈন দর্শনের যে ধর্ম পালনের নীতি তা অতুলনীয়। আমরা এটাও উল্লেখ করেছি যে, জৈন নীতিতত্ত্বের মধ্যে পঞ্চমহাব্রতের যে উল্লেখ আছে বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়েও তা কতখানি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য।

ভারত তথা সারা বিশ্বে যে বর্তমান ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে অর্থাৎ করোনাভাইরাস থেকে কিভাবে নিস্তার পাওয়া যায় তার জন্য ভারত তথা বিশ্ব অনেকগুলি নির্দেশ পালন করার কথা বলেছে কিন্তু আমরা যদি জৈন দর্শন ভালোভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা লক্ষ্য করবো যে, জৈনধর্মে বা জৈন নীতিতত্ত্বে যে নির্দেশগুলি বা ব্রতগুলির কথা বলা হয়েছে ভারত তথা বিশ্ব সেই নির্দেশগুলিই পালন করা কথা বলেছে। যেমন জৈন দর্শনে বলা হয়েছে যতই সূক্ষ্ম জীব হোক না কেন তারমধ্যে জীবন আছে অর্থাৎ জীবাণুর মধ্যেও জীবন আছে এবং সেই জীবন হত্যা করার কোন অধিকার আমাদের নেই। জৈন দর্শনে মুখের উপর একটি সাদা কাপড়ের টুকরো ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেটাকে জৈনগণ মুহাপট্টি বলেন। যেটাকে আমরা বর্তমান সময়ের মাস্ক বলতে পারি।

আমি আমার টপিক এর মধ্যে এই বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, আমরা অর্থাৎ বিশ্ববাসী যদি জৈন দর্শনের নির্দেশগুলি মেনে চলতে পারি তাহলে আমরা শুধুমাত্র করোনাভাইরাস থেকে নয় বরং ভবিষ্যতে যেকোনো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মোকাবেলা করতে পারবো। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমার মনে হয়েছে যে, বর্তমানে ধর্মের জন্য মানুষে মানুষে যে হানাহানি তা রোধ করার জন্য মানুষের মধ্যে নৈতিকতার সঞ্চার আবশ্যক। জৈন দর্শনে ধর্মের কথা বললেও সেখানে কোন প্রকার ঈশ্বরের উল্লেখ না থাকার জন্য কোন মানুষ জৈন ধর্মের ব্রতগুলি পালন করতে দ্বিধাবোধ করবে না।

আর বর্তমানে ভারত তথা সারা বিশ্বে যে, সামাজিক দূরত্বের কথা বলা হচ্ছে তা থেকে কোথাও না কোথাও আমাদের মধ্যে মানসিক দূরত্বও সৃষ্টি হচ্ছে এবং এইভাবে চলতে থাকলে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে যাবে এবং সমগ্র মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা বলা যেতে পারে সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। তাই আমরা যদি জৈন নীতিতত্ত্বের পালন করতে পারি তাহলে আমাদের মধ্যে আপনা-আপনি ভাবে নৈতিকতা সঞ্চার হবে এবং এর ফলে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ ও সকল জীবের প্রতি প্রেম ভালোবাসা বেঁচে থাকবে এবং আমরা সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করতে পারবো।

১৪. তথ্যসূত্র:-

1. নীতিশাস্ত্র, দীক্ষিত গুপ্ত, পৃষ্ঠা:- ৫৭
2. জৈন নীতিতত্ত্ব: একটি সমীক্ষা, সাত্বকী পোদ্দার, পৃষ্ঠা:- ১
3. ভারতীয় দর্শন, প্রদ্যুৎ কুমার মন্ডল, পৃষ্ঠা:- ১৩৬
4. ভারতীয় দর্শন, প্রদ্যুৎ কুমার মন্ডল, পৃষ্ঠা:- ১৩৬-১৩৭
5. জৈন নীতিতত্ত্ব: একটি সমীক্ষা, সাত্বকী পোদ্দার, পৃষ্ঠা:- ২৪০-২৪১
6. জৈন নীতিতত্ত্ব: একটি সমীক্ষা, সাত্বকী পোদ্দার, পৃষ্ঠা:- ২৪১-২৪২

১৫. গ্রন্থপঞ্জি

1. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭
2. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, সাম্মানিক নীতিবিদ্যা বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১১
3. গুপ্ত, দীক্ষিত, নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭
4. মন্ডল, প্রদ্যুৎ কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিকেশন, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৬
5. Kumar Lal, Basant, Motilal Banarasidass publishers Private Limited Delhi, Second Revise Edition Reprint 2002.

১৬. Web Source

1. https://horoppa. wordpress.com. 25 Aug 2020
2. www.breaking news.com. 25 Aug 2020
3. bn.banglapedi.org. 25 Aug 2020
4. www.biodiversityofindia.org. 26 Aug, 2020
5. Wikipedia.org. 26Aug, 2020
6. www.deshrupantor.com. 27 Aug, 2020
7. www.tbsnews.net. 27 Aug, 2020
8. www.bbc.com.28 Aug, 2020
9. www.who.int. 28 Aug, 2020
10. www.jogonews24.com. 28 Aug, 2020